পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ্ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৬শ সংখ্যা
১৫ই পৌষ ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ২৫শে রবিউল আওয়াল ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩

৩৭শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

		পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৮ম পারা ৬ষ্ঠ ও ৭ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
* হুজুর (আইঃ)-এর সারগর্ভ ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নাজির আহমেদ ভূঁইয়া	৬
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান (৭) :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১২
* তা'লিমুল কুরআনের তৃতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব :	সেক্রটারী তালিমুল কুরআন,	১৭
* সংবাদ :		১৮—২০

জরুরী সার্কুলার

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আসন্ন ৬১তম সালানা জলসার চাঁন্দা চাহিয়া প্রত্যেক জামাতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বন্ধুকে এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

খাকসার
এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী, ৬১তম সালানা জলসা

নতুন টেলিফোন নম্বর

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পূর্বের টেলিফোন ২৮৩৬৩৫ পরিবর্তিত হইয়া ৫০১৩৭৯ হইয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

৩১ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং : ১৫ই পৌষ ১৩৯০ বাংলা : ৩১ শে ফাতাহ ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **৬ষ্ঠ ও ৭ম রুকু**

৪৯। এবং আরাফ বাসীগণ কিছু সংখ্যক (জাহান্নামী) লোককে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চেহারার চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে ডাকিয়া বলিবে, তোমাদের জনসংখ্যা এবং উহা (অর্থাৎ তোমাদের দাবীসমূহ) যাহার বলে তোমরা অহংকার করিতে, (আজ) তোমাদের কোন কাজেই আসিল না।

৫০। (অতঃপর তাহারা জান্নাতবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জাহান্নামীগণকে বলিবে) ইহারাই কি ঐ সকল লোক! যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম খাইয়া বলিতে যে, আল্লাহ কখনও তাহাদের প্রতি রহমতের সহিত ব্যবহার করিবেন না। (আল্লাহ্ অপেক্ষমান জান্নাতীদিগকে বলিবেন) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, (ভবিষ্যতে) তোমাদের কোন ভয় হইবে না এবং (অতীতের জন্য) তোমরা দুঃখিত হইবে না।

৫১। এবং জাহান্নামবাসীগণ জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে যে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ তোমাদিগকে যে রিযিক দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও; (জান্নাতবাসীগণ) বলিবে, নিশ্চয় আল্লাহ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

৫২। (ঐ সকল কাফের) যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার খেলাধূলা স্বরূপ বানাইয়া লইয়াছিল, এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়া ছিল, সুতরাং (আল্লাহ বলিবেন যে) আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব, যেরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং এই কারণেও যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদের সহিত অস্বীকার করিত।

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এক মহান কিতাব দিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মোমেনজাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ।

৫৪। তাহারা কি (আজ) শুধু উহার (বর্ণিত বিষয়াবলীর) যথার্থতার (পরিপূর্ণতার) অপেক্ষা করিতেছে? যেদিন উহার যথার্থতা প্রকাশিত হইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল বলিবে যে, নিশ্চয় আমাদের রব্বের রসুলগণ হকসহ আসিয়াছিল, অতএব, আমাদের কি কোন শাফাআতকারী (অর্থাৎ সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য শাফাআত অর্থাৎ (সুপারিশ) করিবে, অথবা (ইহা কি সম্ভব যে) আমাদিগকে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠানো যায়, যেন আমরা পূর্বে যে সকল (মন্দ) আমল করিতাম, উহার পরিবর্তে অপরাপর (নেক) আমল করিতে পারি? নিশ্চয় ঐ সকল লোক নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মনগড়া কথা বলিত, (আজ) তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

৫৫। তোমাদের রব্ব নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ এবং জমীনকে ছয়কালে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনি আরশে অর্থাৎ (হুকুমতের তখ্‌তে) দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলেন, তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন, যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে ধরিতে চাহে এবং তিনি সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহারা সকলে তাঁহার আদেশে (বিনা বেতনে মানুষের) কাজে নিয়োজিত আছে; শুন! সৃষ্টি করার এবং বিধান দেওয়ার স্বত্তাধিকার তাঁহারই, আল্লাহ অতীব বরকাতওয়ালা যিনি সকল জগতের রব্ব।

৫৬। তোমরা তোমাদের রাব্বকে কাকুতিমিনতি সহকারে এবং সংগোপনে ডাক, তিঁনি সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

৫৭। এবং তোমরা জমীনে উহার সংস্কার সাধনের পর ফাসাদ করিও না এবং তাঁহাকে তোমরা ভয় ও আশার সহিত ডাক, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নিহতকারীগণের নিকটবর্তী

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমত (বর্ষন) এর পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমনকি যখন উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, অতঃপর উহা হইতে পানি নাযেল করি এবং এবং উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল উৎপন্ন করি, এই রূপে আমরা মৃতগণকে বাহির করি, যেন তোমরা উপদেশ লাভ কর।

৫৯। এবং উত্তম ভূখণ্ড এইরূপ যে উহার রাব্বের আদেশে উহার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় কিন্তু যাহা খারাপ, উহা হইতে কেবল অল্প উৎপন্ন হয়, এইরূপে কৃতজ্ঞ জাতির জন্য আমরা (আমাদের) নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফ

জিহ্বার হেফাজত, গীবৎ (অগোচরে পর নিন্দা) বদ-জবানী (গাল মন্দ দেওয়া) ও বদ-জন্নী (কুধারণা পোষণ)।

১। হযরত উকবাহ্ বিন্ আমের রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন: 'নাজাত কিরূপে পাওয়া যায়? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "জিহ্বাকে রোধ করিবে; তোমার গৃহ তোমার জন্য যথেষ্ট হইতে হইবে; অর্থাৎ লোভ-লালসা হইতে বাঁচিবে। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়, তবে অনুশোচনা ও অনুতাপ সহ আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে আকুলভাবে ক্ষমা প্রার্থী হইবে।"

['তিরমিযি; আবওয়াবুয্ বুহদ; বাবু হেফযুল লেসান, পৃঃ ২:৬৩]

২। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: মানুষ কোন কোন সময় অজ্ঞাতসারে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি জনক কোন কথা বলিয়া ফেলে। উহার ফলে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে অনন্ত পদোন্নতি দেন এবং কোন কোন সময় বেপরওয়া হিসাবে আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টিজনক কোন কথা বলে, যাহার ফলে সে জাহান্নামে যাইয়া পড়ে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নিকট সর্বদা পথ-দর্শন, পথ-প্রাপ্তি এবং হিদায়েতের তৌফিক ভিক্ষা করিতে থাকিবে, যেন তিনি সর্বদা তাহার মুখ দিয়া ভাল ও নেক কথাই বাহির করেন।"

['বুখারী; কিতাবুল্লিকাক; 'বাবু হেফ্যুল লেসান, ২:৯৫৯ পৃঃ]

৩। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "চুগল-খোর (পর নিন্দুক, পরের কুৎসাকারী) বেহেশ্তে যাইতে পারিবে না।" (বুখারী; কিতাবুল্-আদব: 'বাবু মা ইয়াকবাহা মিনান-নামিমাহ ২:৮৯৫ পৃঃ)

৪। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: তোমরা কি জান 'গিবৎ কি? "সাহাবা (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন: আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "'আপন ভ্রাতার পশ্চাতে তাহার এরূপে সমালোচনা করা যাহা সে অপছন্দ করিবে এবং করে। নিবেদন করা হইল: "যাহা বলা হয়, যদি তাহা সত্য হয় এবং আমার ভাইয়ের মধ্যে তাহা বিদ্যমান থাকে, তবু কি গিবৎ হইবে? তিনি সাঃ ফরমাইলেন: "যদি দোষ তাহার

থাকে, যাহা তুমি তাহার অগোচরে বলিয়াছ, তবে ত ইহা গিবৎ এবং যাহা তুমি বলিয়াছ, তাহা যদি তাহার মধ্যে না থাকে, তবে ইহা তাহার উপর 'বুহতান'—মিথ্যাভিযোগ।"

['মুসলিম ; 'কিতাবুল্ বিরে ওয়াস সালাহ, ; 'বাবু তহ্রীমুল গিবাত ; ২ঃ১৮৮ পৃঃ]

৫। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "যখন আমার মেয়রাজ হইয়াছিল, তখন (কাশফী অবস্থায়) আমি এরূপ এক জাতির পার্শ্ব দিয়া গেলাম যে, তাহাদের নখগুলি ছিল তাম্রের এবং তাহারা তদ্বারা তাহাদের চেহারা, এবং বক্ষ খামচাইতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ 'জিব্রায়েল, ইহারা কে'! তখন তিনি বলিলেন ঃ "ইহারা মানুষের মাংস চিমটাইয়া চিমটাইয়া খাইত এবং লোকের ইজ্জত-আবরু লইয়া খেলা করিত। অর্থাৎ' তাহাদের 'গিবৎ' (অসাক্ষাতে নিন্দা) করিত এবং মানুষকে অবহেলার চোখে দেখিত।"

('আবু দাউদ ; কিতাবুল আদব ; বাবু ফিল গীবাহ ২ঃ৬৯ পৃঃ)

৬। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন এই কুফর তাহাদের কোনো একজনের উপর জরুর বর্তে। যাহাকে 'কাফের' বলা হইয়াছে, যদি প্রকৃতই সে 'কাফের ; তবে ত রক্ষা, নচেৎ এই 'কুফর' তাহারই উপর বর্তিবে, যে তাহার মুসলমান ভাইকে 'কাফের' বলিয়াছে।" 'মুসলিম ; কিতাবুল ঈমান ; 'বাবু বয়ানু হালিল ঈমানে মান্ কালা লে-আখিহিল্ মুসলিমে, ইয়া কাফের ; ১ঃ৩৬ পৃঃ

৭। হযরত ইবনে মস্উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ বিদ্রূপকারী, লানৎকারী, অশ্লীল বাক্যপটু জবান দরাজ বাজে বাক্যপ্রিয় ব্যক্তি মুমেন হইতে পারে না।" [তিরমিযি ; কিতাবুল বির্রে ওয়াস্ সালাহ ; ধাবু ফিল্-লায়নাতে ; ২ঃ১৯ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ঃ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ও সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাহারও সহিত অসৎ ও দুর্ব্যবহার না করে, এবং এই সব কাজ এখলাস ও সরলতার সহিত সম্পাদন করে ; লোকদেখানোর নিয়তে যেন না করে। মানুষ যদি নিজের মধ্যে এই প্রকারের পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালার কৃপার সহিত তাহার দৃষ্টিপাত করিবেন।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

অনুবাদ ঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

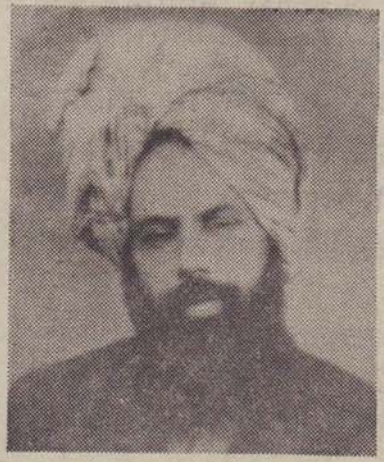

আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে মানুষের ছল-চাতুরী তাহার গজবকে আরও উত্তেজিত করে।'

'লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফল হয় না, আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে সাচ্চা পরিবর্তন চান।'

"আল্লাহতায়ালা মানুষের হৃদয় দেখেন এবং তিনি মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও গোপনতম ধ্যান-ধারনাকেও জানেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাচ্চা দেলের সহিত আল্লাহর দিকে না আসে, লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না খোদাতায়ালা সত্যিকার পরিবর্তন চান। আমি দেখিতেছি যে এখনও উহা সৃষ্টি হয় নাই। যখন মানুষ সেই পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিবে তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, লোকদের কিছু অংশও যদি ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা দয়াপরবস হইবেন মানুষের সামনে নেক ও পুণ্যবান হওয়ার ভান করা এবং নিজেকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলিয়া প্রকাশ করা—ইহা আরও গুরুতর চাতুর্য। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে মধ্যে বড় বড় গোপন খারাপি থাকে। আমি দেখিতে পাই যে, জগতে বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু খোদাতায়ালা আসলে দেখেন যে, তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধকিরূপ। যদি আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে এই সকল চালাকী-চাতুরী আল্লাহতায়ালার গজব ও ক্রোধকে আরও উত্তেজিত করে। মানুষের উচিত, আল্লাহতায়ালার সহিত পরিস্কার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পুর্ণ ফরমাবদারী ও এখলাস আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার দিকে প্রত্তাবর্তন করা এবং তাঁহার বান্দাদিগের কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। কোন ব্যক্তি হলুদ বর্ণের (গেরুয়া) কাপড় অথবা সবুজ লেবাস পরিধান করিয়া পীর-ফকীর সাজিতে পারে দুনিয়াদার ব্যক্তিরা তাহাকে পীর-ফকীর বলিয়াও মনে করিয়া নেয়। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাকে ভালরূপেই জানেন যে সে কি ধরনের মানুষ এবং সে কি ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক চিকিৎসা এই যে মানুষ যেন খোদাতায়ালার সমীপে তাহার সকল গোনাহ হইতে তৌবা করে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমাসমূহ ভঙ্গ বা লঙ্ঘন না করে, তাঁহার মখলুফ

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

সারগর্ভ ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

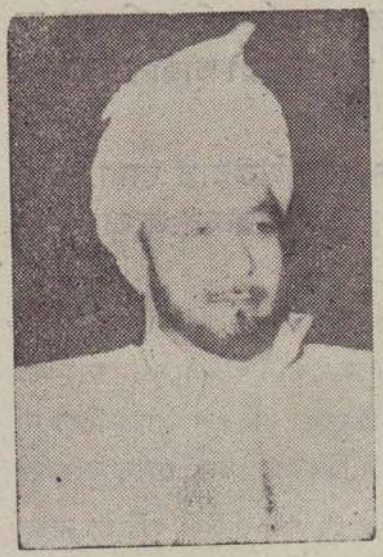

ঐ দিন দূরে নহে যখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইসলামের সূর্য্য পূর্ণতেজে উদিত হইবে।

প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচারণ সত্বেও অষ্ট্রেলিয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের ঈমান উদ্দীপক দৃশ্যাবলী।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা আমীরগণের পক্ষ হইতে হুজুর আইয়াদাল্লাহুর সম্মানে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনায় হুজুরের ভাষণ।

রাবওয়া, ২৪শে নবুয়ত ¦ নভেম্বর—পাঞ্জাব প্রদেশের জেলা আমীরগণ সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়্যাদাল্লাহুতায়ালা বেনাসরিহিল আজিজের দূরপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক কৃতকার্য্য ও ফলপ্রসূ সফরের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে উপলক্ষ করিয়া ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাজের পরে লাজনা ইমাউল্লার অফিস প্রাঙ্গনে এক বিরাট নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। যাহাতে হুজুর আইয়াদল্লাহু এক ঘন্টা যাবৎ ভাষণ দান করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় তবলিগী সফরে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, আমি এই দেশের অধিবাসীদিগকে বলিয়া দিয়াছি যে হয়তো তোমরা নিশ্চয়ই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান্তির ছায়াতলে আসিবে নতুবা নিশ্চয়ই তোমরা ধ্বংসের শিকার হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন যে ঐ দিন দূরে নহে যখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ইসলামের সূর্য্য পূর্ণ দীপ্তিতে উদিত হইবে। ইনশাআল্লাহ।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়্যাদাল্লাহুতায়ালা বেনাসরিল আজিজ রাত্রি আটটা বারো মিনিটের সময় লাজনা ইমাউল্লার অফিস প্রাঙ্গণের সুবিস্তৃত প্যাণ্ডেলে তসরীফ আনায়ন করেন যেখানে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ভাবে টেবিল ও চেয়ার সাজান হইয়াছিল এবং অধিকাংশ মেহমান তসরীফ আনয়ন করিলেন। ইহাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী গায়ের জামাতী বন্ধুগগ ছিলেন। হুজুরের আগমনের সংগে সংগে উপস্থিত সকলে তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

হুজুরের প্যাণ্ডেলে তসরীফ আনয়ন করার পর কোরআন করীম তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্য্যক্রম আরম্ভ হইয়া গেল। কোরআন তেলাওয়াত করেন মোকাররম চৌধুরী সব্বির আহমদ সাহেব, উকীলুল মাল আউয়াল। অতঃপর সাপ্তাহিক "লাহোর" পত্রিকার

সম্পাদক মোহতারাম সাকেব জেরবী সাহেব সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহে সালামের মধুর কালাম নিজের বৈশিষ্ট পুর্ণ কণ্ঠে শুনাইলেন।

ইহার পর পাঞ্জাব প্রদেশের আমীর মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব হুজুরের খেদমত মানপত্র পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে নেজামে খেলাফত কায়েম আছে এবং আহমদীয়া জামাত ছাড়া সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য এইরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আর কোথাও নাই এবং এই নেজামের কেন্দ্র ও মূলবিন্দু হইতেছে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাল্লাহুর সত্ত্বা। মোহতারম মির্যা সাহেব দুরপ্রচ্যের কোন গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে সিঙ্গাপুর, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় ইসলামের সুন্দর শিক্ষা জনগণের নিকট খুবই কৃতকার্যতার সংগে পৌঁছানো ছাড়াও হুজুর আইয়াদাল্লাহু এই সমস্ত দেশে বসবাসকারী আহমদীদিগকে তরবিয়ত দান করিয়াছেন।

হুজুর আইয়াদাল্লাহুর ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাল্লাহুর ভাষণ সাড়ে আট ঘটিকায় আরম্ভ হইল এবং এক ঘন্টা চলার পর সাড়ে নয় ঘটিকায় সমাপ্ত হইল।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর এই সফরের কৃতকার্যতার জন্য আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করেন এবং বলেন যে আল্লাহতায়ালার শুক্র আদায় করার পর পাঞ্জাব প্রদেশের আমীয় সাহেব এবং অন্যান্য জেলার আমীরগণও শোকরিয়ার দাবী রাখেন যাহারা এই নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত ঐ সকল মেহমান যাহারা দূর দূর হইতে আসিয়াছেন, তাহাদের আগমনে আমার হৃদয় খুশীতে ভরিয়া গিয়াছে। কেননা যখন মেহমান-গণ এইরূপ অবস্থার মোকাবেলা করিয়া আসিয়াছেন যাহা তাহাদিগকে এইখানে আসার অনুমতি দেয় না, তখন তাহাদের শোকরিয়া দ্বিগুণ আদায় করা উচিৎ।

হুজুর তাঁহার ভাষণে স্বীয় সফরগুলির মধ্যে কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়া সফরের বর্ণনা করেন। সিডনির নিকটে মসজিদ এবং মিশন হাউসের ভিত্তি স্থাপন সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, এখন ১২৭ হেক্টর জমি এই ধারণায় লওয়া হইয়াছে যে পরে ভবিষ্যৎ কালে এই জায়গা কম না হইয়া যায়। হুজুর বলেন, কিন্তু এই জায়গাও কম হইয়া যাইবে এবং এক সময় আসিবে যখন এই জায়গা কেবলমাত্র সিডনির জন্যও যথেষ্ট হইবে না এবং আরো মসজিদ নির্মাণ করিতে হইবে।

হুজুর বলেন, এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে অধিক মেহমান আগমন করেন নাই। কারণ এইখানে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অভিযান চালাইয়াছে এবং এইরূপ মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রোপাগাণ্ডা করিয়াছে যে, আহমদীগণের কোন কোন সুহৃদ বন্ধু ঠিক সময় আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। এই বয়কট ইসলামের তবলীগ বন্ধ করিতে সফলকাম হয় নাই।

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গিয়া হুজুর বলেন, যে রাজধানীতে অবস্থিত কেনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টসমূহ" বিষয়ের উপর আমার একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহতায়ালা জ্ঞানের এই কেন্দ্রে ইসলামের পয়গাম খুবই উত্তম রূপে পৌঁছানোর তৌফিক দান করিয়াছেন। সেখানেও প্রচণ্ড মোখালেফাত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধমক দেওয়া হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলরের নিকট গিয়া এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু উপাচার্য সাহস প্রদর্শন করিলেন এবং নির্ভিকতার সহিত কহিলেন যে এই অনুষ্ঠান কোনক্রমে বন্ধ হইবে না। অনুরূপভাবে অন্য এক জায়গায় বোলং নামক ক্লাবে একজন আহমদী বন্ধু নিমন্ত্রণ করেন যাহাতে একশত অষ্ট্রেলিয়াবাসী উপস্থিত হয়। ইহা একটি দীর্ঘ প্রশ্ন-উত্তরের সম্মেলন ছিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ের অবস্থা একটিমাত্র সম্মেলনে এতখানি পরিবর্তন হইয়া গেল যে আমার নিকট মনে হইল যে একদিকে পৃথিবীবাসী মোখালেফাতে জোড় লাগাইতেছে এবং অন্যদিকে খোদার ফেরেস্তাগণ মানুষের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি রুজু করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশে কোন মজলিসে মানুষ দাঁড়াইয়া ইসলামের সমর্থন করিতে শুরু করিয়া দিবে, ইহাতো এক আশ্চার্যজনক ব্যাপার। সম্মেলনের সভাপতি দাঁড়াইয়া বলিলেন যে আপনি যত কথা বলিয়াছেম ঐ সবগুলির সহিত আমি শতকরা একশত ভাগ একমত।

হুজুর বলেন, ইসলামে নারীর ভূমিকা বিষয়ে সর্বদা প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে আমার স্ত্রী এবং ভাগ্নীও একদিকে বোরকা আবৃত হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। এইরূপ অনুষ্ঠানে স্বয়ং ঐ দেশের মহিলাগণের নারী সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার সমর্থ করা খোদাতায়ালার সাহায্যের এক আশ্চার্যজনক নিদর্শন ছিল।

হুজুর বলেন, এই দেশের বেতারে ইন্টার্ভিউ সম্প্রচার করা হইয়াছে। বেতারের একটি চলন্ত প্রোগামকে বন্ধ করিয়া টেলিফোনের মাধ্যমে আমার ইন্টার্ভিউ প্রচার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ইন্টারভিউটি হইয়াছিল অষ্ট্রেলিয়া বেতারের উর্দ্দু ভাষার উর্দু প্রোগামে। হুজুর বলেন, ইহা আল্লাহতায়ালার এক পরম মহিমা ছিল। একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পাকিস্তান এবং ভারতের অধিবাসীদের হৃদয়ে আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে কুধারণা ছড়ানো হইতেছিল এবং অন্যদিকে খোদাতায়ালা স্বীয় ফজল দ্বারা বেতারে তাহাদেরই বিশেষ প্রোগামে আমার ইন্টারভিউ প্রচার করাইতে ছিলেন,। হুজুর বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষ ধর্মীয় প্রতিনিধিগণ বিশেষ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে এবং আমাদের সমর্থনে লিখিয়াছিলেন।

হুজুর বলেন, আমার এই সফরের ফলশ্রুতিতে এখন অষ্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়া জামাতের তবলীগে খুবই জবরদস্ত বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং এখন প্রত্যেক আহমদী অধিকভাবে অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে ইসলামের তবলীগ পৌঁছাইতেছে।

হুজুর অষ্ট্রেলিয়ার কোন একটি স্কুলে তাঁহার আমন্ত্রণের অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দিয়াছেন। হুজুর বলেন যে তথায় অধ্যক্ষ ছাত্রদের সহিত খৃষ্টান পাদ্রী-

দিগকেও আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ যে যে বিষয়ের উপর প্রশ্ন করিয়া পরিবেশকে আমাদের বিরুদ্ধে নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, সেখানেই পরিস্থিতি এইরূপে পাল্টাইয়া গেল যে তাহাদের চোখে-মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল এবং শ্রোতাদের হৃদয়ে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতার প্রভাব না পড়িয়া পাড়িল না। একদিকে মোখালেফাত ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহতায়ালার সমর্থন ও সাহাযের এক মহান বিকাশ ঘটিয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীরা যে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিল, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাল্লাহুতায়ালা বেনারসিহিল আজিজ বিশেষ ভাবে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের (Aborigines) কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঐ সময় শীঘ্রই আসিতেছে যখন এই অধিবাসীরা এবং সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া আহমদী মুসলমান হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে হুজুর গুরুত্বপুর্ণ ঐশী সুসংবাদগুলি খুবই ঈমান উদ্দীপক রঙে বর্ণনা করেন।

হুজুর এই অধিবাসীদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহাদের উপর এত ভয়ংকর অত্যাচার করা হইয়াছিল যে ইংরেজরা পুর্ণ প্রচেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে ইহাদের বংশ লোপ পাইয়া যায়। পরিকল্পনার অধীনে এই অধিবাসীদিগকে ধিরিয় লওয়া লওয়া হইত এবং ইহাদের সন্তানদিগকে পঙ্গু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এমনকি ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে সম্পুর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত হওয়া অবস্থায় পৌঁছিয়া গেল। নতুন যুগ আসিল এবং ইংরাজরা এই চিন্তা করিল যে এই জাতি একটি ঐতিহাসিক সম্পদ, ইহাদিগকে সম্পুর্ণরূপে বিনাশ করা উচিৎ হইবে না এবং ইহাদের রক্ষার জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। যেইরূপে কোন প্রাণীর বংশকে লুপ্ত প্রায় হইতে দেখিলে ইহার শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তেমনি ভাবে এই অধিবাসীদের সংগেও অনুরূপ আচরণ করা হইয়াছিল। এইরূপভাবে এই বংশ সম্পুর্ণরূপে লয় প্রাপ্তির হাত হইতে বাঁচিয়া গেল।

হুজুর বলেন, এই জাতির প্রতি এইজন্য আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, কোন কোন ভবিষ্যৎবাণী হইতে জানা যায় যে মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা কুমারী জাতিগুলিকে ইসলামে প্রবেশ করাইবেন। এইজাতি এইদিক হইতে কুমারী যে এযাবত তাহাদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছে নাই। এই জাতির বর হইতেছে ইসলাম।

হুজুর বলেন, এই প্রসঙ্গে একটি খুবই হৃদয়গ্রাহী কথা ইহাও সম্মুখে আসিল যে এই জাতি চল্লিশ হাজার বংসরের প্রাচীন জাতি হওয়ার দাবী করে এবং আজ দুনিয়াতে অন্য কোন জাতির এই দাবী নাই এবং গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ এই দাবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। হুজুর এই জাতি সম্বন্ধে অন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ কথা এই বলিলেন যে, ইহারা গয়ের-ইব্রাহীমি বংশধরদের মধ্যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় জাতি, যাহাদের মধ্যে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে খাতনার প্রচলন আছে। ইহা ব্যতীত ইহাদের অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসন ইসলামের

খুবই নিকটবর্তী। পাশ্চাত্যের গবেষকগণ ইহাদিগকে স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা বলিয়া আখ্যায়িত করে। কিন্তু ইহাদের নেতার সহিত আমার যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন যে, আমাদিগকে সৃষ্টিকারী আত্মা (তাহারা খোদাকে সৃষ্টিকারী আত্মা বলিয়া থাকে) স্বপ্নের মাধ্যমে পথ-প্রদর্শন করেন, আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ বিপদাবলী সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়। স্বপ্নের এই ধারণা ইসলামী ধারণার অনুরূপ। হুজুর বলেন, ইহা হইতে জানা যায় যে আদিতে ইহাদের ধর্ম সত্য ছিল এবং আল্লাহতায়ালার সহিত নিশ্চয়ই ইহাদের সম্পর্ক ছিল।

হুজুর এই প্রসংগে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মোজাদ্দেদ হযরত ইবনে আরবী (রহঃ) এর দিব্যদর্শনের কথা শুনাইলেন। দিব্যদর্শনে তিনি দেখিলেন যে তিনি খানাকাবা তওয়াফ করিতেছেন এবং তওয়াফের সময় তিনি কোন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি হযরত ইবনে আরবী (রহঃ)-কে বলিলেন যে, তাহারা চল্লিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন আদমের বংশধর। হুজুর বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাও চল্লিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন জাতি বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহার অর্থ হুজুর ইহাই করিলেন যে, ইসলামের সহিত এই জাতির সম্পর্ক ছিল। এই জন্য একজন মোজাদ্দেদকে এই দিব্যদর্শন দেখানো হইয়াছিল।

হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের সহিতও একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তাহার সহিত আলোচনাকালে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস বলিলেন যে, আদম একজন মাত্র ছিলেন না, বরং অনেক আদম ছিলেন এবং অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় যে সকল অধিবাসী রহিয়াছে সম্ভবত তাহারা চল্লিশ হাজার বৎসরের কোন প্রাচীন আদমের বংশধর।

হুজুর বলেন, এই সকল কথা একত্র করিয়া খুবই গভীরভাবে তাহাদের জায়েজা লইলাম এবং এই আদিম অধিবাসীদের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনার সঙ্গে এই সকল কথা বলিতে আমাদের ধর্মীয় বুজুর্গগণ কোনকিছুই গোপন করিবেন না, কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকদিগকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাহাদিগকে আমাদের ধর্মীয় কথা শুনাইয়া নিজ ধর্মকে অপবিত্র করিতে চাহি না। এই নেতা বলিলেন যে, আপনি আমাদের বুজুর্গগণের সহিত সাক্ষাৎ করুন। তাহারা নিজেদের হৃদয় আপনার নিকট খুলিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

হুজুর বলেন, আমি এই নেতাকে বলিলাম যে তোমাদের অন্ধকারের যুগ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং আলোর যুগ সমাগত প্রায়। তোমাদের জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়া দুনিয়াতে উন্নতি লাভ করিবে এবং উচ্চ মর্যদা প্রাপ্ত হইবে। যখন আমি তাহাকে এই কথা বলিলাম তখন তাহার চেহারায় আমি প্রথম বারের মত হাসি ও আনন্দ দেখিতে পাইলাম। পক্ষান্তরে যখন সে আমার সহিত প্রথম সাক্ষাত করিয়াছিল তখন তাহার চেহারায় এত গভীর হতাশার চিহ্ন ছিল যে তাহার বিষন্নতার ছায়া আমার হৃদয়েও প্রতিফলিত হইয়াছিল।

হুজুর বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম যে, যখন তোমাদের জাতি ইসলাম গ্রহণ করিবে ঐ সময় তোমাদের প্রতিশোধ গ্রহণের সময় আসিবে এবং তোমরা পাশ্চাত্য জাতি সমুহের উপর প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু আমাদের এবং তোমাদের প্রতিশোধ ঐরূপ প্রতিশোধ হইবে যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁ-হযরত ভয়ংকর অত্যাচারীকে 'লা তসরীবা আলায়কুমুল ইয়াওমা' বলিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন! ইহা আমাদের প্রতিশোধ। যখন তোমরা ইসলামে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা এই সকল লোকদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে আমাদের চাইতেও অধিক অগ্রে থাকিবে। তোমরা বলিবে যে অত্যাচার আমাদের উপর করা হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষমা করিয়া দিলাম। হুজুর পূর্ণ প্রতাপশালী কণ্ঠে বলেন, ঐ দিন দুরে নহে যখন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইসলামের সূর্য পুর্ণ তেজের সহিত কিরন দিবে। এখন তো অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ নির্মিত হইবে। নিশ্চয়ই অষ্ট্রেলিয়াকে হযরত মোহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান্তির ছায়ায় আসিতে হইবে। অন্যথা নিশ্চয়ই তাহারা ধ্বংসের শিকার হইয়া যাইবে। কেবল অষ্ট্রেলিয়াই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবী অস্থিরতার মধ্যে আছে এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্য শান্তি ও স্থিরতার একমাত্র এবং একমাত্র মাধ্যম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান্তির অঞ্চল। ইহা ব্যতীত শন্তির অন্য কোন স্থান নাই। আল্লাহতায়ালা সমগ্র পৃথিবীকে এই শান্তির অঞ্চলে আনার তৌফিক দান করুন, আমিন।

অনুবাদঃ **নাজির আহমেদ ভূঁইয়া**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

৬। জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ঃ

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব যুগ হতেই জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে। ফলতঃ মুসলমান পণ্ডিত এবং ভাল-সাধকগণের মাধ্যমে জ্ঞান জগতে মহা-আলোড়নের সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতাগুলি মহা মিলনের সুযোগ লাভ করে নতুন বিশ্ব-সভ্যতার পটভূমি রচনায় ইসলামের আবির্ভাব। জ্ঞানার্জনের প্রতি পবিত্র কুরআনের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং মুসলিম সাধক ও বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই মহা-আলোড়নের ফলে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে যে সকল সভ্যতা খণ্ড খণ্ডভাবে অঞ্চল-ভিত্তিক সভ্যতা তথা জ্ঞানের সাধনা এবং প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল পরবর্তী কালে মুসলিম সভ্যতা এবং জ্ঞান-সাধনার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্ত-বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নব-যাত্রার সূচনা হয় তার ভিত্তিতেই বর্তমানের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

(ক) ইসলামী শিক্ষার নীতিগত প্রেক্ষাপট ঃ

নীতিগতভাবে পার্থিব জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের সাধনার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত জোরালোভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা এ বিষয়ে খুবই সুস্পষ্ট এবং ইসলামের আবির্ভাব যুগে বিশেষতঃ প্রথম তিন শত বছর মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকগণের দৃষ্টান্ত এই বিষয়ের বাস্তব সাক্ষ্য বহণ করছে।

পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় জ্ঞানার্জনের মর্যাদা ও মহিমার কথা বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি আয়াত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম জ্ঞান-দীপ্ত বানী 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়ো' (সুরা আলাক) এই কথাটির মধ্যেই জ্ঞান-জগতের প্রথম ও প্রধান বিষয়ের ইঙ্গিত নিহিত। পবিত্র কুরআন নামকরণও এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করছে। তাই এই মহা গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে এবং মুখস্থকারী হাফেজ দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে আসছে (সুরা হিজর ঃ ১০)। এই মর্যাদা অন্য কোন গ্রন্থ কখনই লাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবে না। এই বিষয়টি কি জ্ঞানীদের জন্য সত্যিকার অর্থে ঈমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট নয় ?

(২) ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হলো 'কিতাব' এবং 'হিকমত' তথা জ্ঞানের শিক্ষা দান করা (সুরা বাকারা ঃ ১৩০)।

(৩) জ্ঞানীদের উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী তাহাদিগকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন" (সুরা মুজাদিলা : ১২)।

(৪) "আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে যাহারা (সত্যিকার অর্থে) জ্ঞানী" (সুরা ফাতের : ২৯)।

(৫) জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য সর্বজ্ঞানী খোদার সমীপে দোয়া করতে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে : "হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দাও" (সুরা তা-হা : ১১৫)।

(৬) "আমরা জ্ঞানের প্রয়োজন ব্যতিত আকাশ সমুহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যস্থিত কোন কিছুই সৃষ্টি করি নাই" (সুরা হিজর : ৮৬)।

(৭) "সেই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যে দলিল-প্রমানে পরাজিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে যে দলিল-প্রমাণে জীবিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সুরা আনফাল : ৪৩)।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জ্ঞানার্জনের প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা হলো :

(১) "প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

(২) "জ্ঞানের কথা মোমেনের হারানো সম্পদ ; সুতরাং সে যেখানেই তা পায় সে যেন উহা গ্রহণ করে ; কারণ সে উহার সর্বোত্তম হকদার।" (তিরমিজি)

(৩) "যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তার কর্মও শেষ হয়। কিন্তু তিন প্রকার কর্ম থেকে যায়— (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) উপকারী বিদ্যা এবং (গ) ঐরূপ ধর্মপরায়ণ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে" (মুসলিম)।

(৪) "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর পথে বিচরণ করে।" (তিরমিযি)।

(৫) "বিদ্বান ব্যক্তির কথা শ্রবন করা এবং অন্যকে জ্ঞানের শিক্ষা দান করা ইবাদতের চাইতেও উত্তম।

(৬) বিশ্ব-স্রষ্টার কর্ম-কাণ্ডের উপর এক ঘন্টা চিন্তা করা সত্তর বছর ইবাদত করার চাইতে উত্তম।"

(৭) "বিদ্বানের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্রতর।"

(৮) "জ্ঞানী এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ আমার উম্মতের জন্য সর্বোত্তম মঙ্গলকামী।"

(৯) "জ্ঞানী আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী"।

(১০) "হে মানবগণ! যে যা জানে সে যেন তা বলে এবং যে জানে না, সে যেন

বলেঃ আল্লাহ উত্তম জানেন। কেননা, যা তুমি জান না, সে সম্বন্ধে তুমি যদি বল, 'আল্লাহ উত্তম জানেন' তা জ্ঞানের চিহ্ন। (বোখারী)

(১১) "সুদূর চীনে গমন করেও জ্ঞানার্জন করো।"

(১২) "যে ব্যক্তি বিদ্বানকে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে।"

(খ) ইসলামী শিক্ষার সুদূর প্রসারী প্রভাব

জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে সমন্বিত উন্নতি সাধিত হতে থাকে আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত রসুল করীম মুহম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। তাই ঐতিহাসিকগণের মতে ইসলামের আবির্ভাব এমন একটি বিশ্ব-সভ্যতা সূচিত করেছিল যা প্রাক-ইসলামিক যুগে কখনই সংঘটিত হয় নাই। ইসলাম-পূর্ব যুগে বিভিন্ন সভ্যতাগুলি প্রধাণতঃ নিজ নিজ সীমানার মধ্যেই উন্নতি লাভ করে উত্থান-পতনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে একদিকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিশ্ব-নবীর মাধ্যমে পূর্ণতম জীবন ব্যবস্থার উদ্বোধন, অন্যদিকে এই ধর্মের বাস্তববাদী ব্যবস্থা। ফলে—বিশেষতঃ জ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কারণে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ক্রমান্বয়ে যুগান্তকারী ধ্যান-ধারণা এবং আবিষ্কারের যে প্রক্রিয়া সূচিত হয় তা কালক্রমে চতুর্দিকে ছড়াতে ছড়াতে বিশেষভাবে ইউরোপে 'রেনেসাঁ' এবং 'শিল্প-বিপ্লব' ঘটাতে সাহায্য করে যার ভিত্তিতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে উঠছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে যা কিছু আবিস্কৃত হয়েছিল সেগুলি মুসলমান জ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞানী, লেখকগণের অনলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে একত্রিত হতে পেরেছিল এবং এর ফলে সকল সভ্যতার উৎকৃষ্টতম বিষয়গুলি সমন্বিত এবং সম্মিলিত পদক্ষেপে জ্ঞান-জগতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার এবং ভবিষ্যতের আবিষ্কারের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বলা বাহুল্য যে এই মহা-মিলনের কাজটি ইতিপূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে এত ব্যাপকভাবে কখনই সাধিত হয় নাই বলেই পৃথিবীর ইতিহাস এই ঘটনার পর হতে নতুন সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল যার মুলে ছিল ইসলামী শিক্ষা এবং সভ্যতার মহা-অবদান। মুসলিম সাধকগণ নিজেরাও জ্ঞান চর্চা করেছেন এবং অন্যান্য সভ্যতার আবিষ্কার গুলিকেও কেন্দ্রীভূত করে আরো উন্নতিও অগ্রগতির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান, ভুগোল, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছেন এবং অন্যান্য সভ্যতার আবিষ্কার এবং গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানকে নানাভাবে চর্চা করেছেন। বাগদাদ, কায়রো, ইস্তাম্বুল, কর্দোভা, প্রভৃতি স্থানের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র সমুহ হতে আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম, স্থানীয় ও প্রবাসী শিক্ষার্থীগণ লেখা-পড়া শিখে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছেন।

একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণিত শাস্ত্রের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইসলামের পুর্বে গণিত-শাস্ত্র তত বেশী উন্নতি করতে না পারার প্রধান কারণ ছিল সংখ্যা-গণনার জটিলতা। যেমন পূর্বে 'রোমান' সংখ্যা দ্বারা বড়ো বড়ো গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান করা কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার ছিল। যদিও 'শুন্য (০)' ব্যবহার করার পদ্ধতি ভারতীয় পণ্ডিতরা জানতেন, কিন্তু এই জ্ঞান অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করার সুযোগ হয়েছে মুসলমানদের দ্বারা খৃষ্টীয় ১১০০ সালের দিকে (The Universe Life Nature Library, Page-14 দ্রষ্টব্য)। যদি মুসলমানরা শূন্যের ব্যবহার ইউরোপে চালু না করতেন তা'হলে পৃথিবীর বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি আরো হাজার হাজার বছর পিছিয়ে থাকতো। অনুরূপভাবে আলজেব্রা, ট্রিগোনোমেট্রি, জ্যামিতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতদের মহা-অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতগণ বহু মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানের সাধনায় অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে গেছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বহু মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম পাশ্চাত্যের ষ্টাইলে এমন বিকৃত ভাবে উচ্চারিত এবং লিখিত হয়ে আসছে যে, সাধারণ কোন পাঠক কোন কোন ক্ষেত্রে সহসা বুঝে উঠতেই পারবেন না যে ঐ নাম কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং জীব-বিজ্ঞানের মহা-পণ্ডিত ইবনে যহুর পাশ্চাত্যে 'AVEN-ZOAR' বলে এবং 'আল দামিরী' 'ALDEMRI' বলে পরিচিত। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত পদার্থ-বিদ হাসান ইবনে হাইসাম 'ALHAZEN' এবং রসায়ন-শাস্ত্রবিদ আবু মুসা যাবের 'GEBER' নামে পশ্চিমা-জগতে পরিচিত। মহাকাশ গবেষনা এবং ভুগোল শাস্ত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত মুসল্লাহ এবং আল-নেহাবন্দী, আল-খারিজমি, হাসান ইবনে মুসা, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হাসান পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষনা-লব্ধ অভিমত পোষণ করেন, অথচ বহুকাল ধরে তখনও ইউরোপে 'পৃথিবী পৃষ্ঠ সমতল' হওয়ার ধারণা প্রচলিত ছিল। পদার্থবিদদের মধ্যে আব্দুর রহমান সুফী, আল-কোহী, হাসান ইবনে হাইসাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নিউটনের আবির্ভাবের ছয়শতব ছর পুর্বে হাসান ইবনে হাইসাম মধ্যাকর্ষণ, আলোর প্রতিসরন, আলোক-বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু বিষয়ে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন তার বিখ্যাত পুস্তক যা ইংরাজী ভাষায় 'Balance of Wisdom' নামে অনুদিত হয়েছে। খৃষ্টীয় পনেরো শতাব্দীতে কপারনিকাস Heliocentric Theory প্রদান করলে খৃষ্টান পাদ্রীগণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মার্টিন লুথার এই আবিষ্কারকে বাইবেল বিরোধী এবং আবিষ্কারককে নির্বোধ বলে ফতোয়া দেন। এই এই থিওরীর অনেক সমর্থককে নির্যাতিত হতে হয়েছে। ইসলাম এই সকল কুসংস্কারের অপনোদন করেছে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে আল-রাজী কর্তৃক আবিষ্কৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার (দু'শত চিকিৎসা-পুস্তক) তাঁর আবির্ভাবের অনেক পরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে প্রকাশিত হয় যার ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রের নব-যুগের সূচনা হয়। ইবনে যহুর এবং আল-বুকাসিস অনেক জটিল অস্ত্রপোচার করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। অনুরূপভাবে স্থাপত্য, শিল্প-সাহিত্য এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম সাধক ও মনিষীগণের অবদান সমুহ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ভূমিকা

পালন করেছে যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমানের মহা-সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিক যুগে এসে প্রবেশ করেছে (অন্যথায় কত হাজার বছর পর এটা সম্ভব হতো তা বলা সম্ভব নয়) এবং এক নব-বিশ্বসভ্যতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ম ও বিজ্ঞানেয় মহা-মিলনের জন্য ইসলামী আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে দিক-চক্রবালে পুনঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে এবং কালক্রমে বহু যুগের বহু আকাংখিত শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলিকে কাজে লাগিয়ে শান্তির স্বর্গরাজ্য রচনার গুরু দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে ঐশী মনোনীত এই জামাত তথা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের উপর। সেই কারণেই বিজ্ঞানী মহলকে এই জামাত বিশেষভাবে এই আশ্বাস প্রদান করেছে যে, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারসমূহকে মানব কল্যাণে ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র পবিত্র কুরআন। মানব-রচিত কোন 'ইজম' এবং সংগঠনের দ্বারা এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাই আহমদীয়া জামাতের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত রয়েছে যুক্তি-জ্ঞান, নিদর্শন এবং বাস্তব আদর্শমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যে। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন: "হে খোদা তোমার ফুরকান (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) এক বিশ্ব-স্বরূপ, যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই এতে পাওয়া গেল। আমি সারা জগত মথিত করেছি, সকল দোকান দেখেছি—তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র এই মহা-ভাণ্ডারই বাহির হলো।"

তিনি আরো বলেছেন যে, "আমার সম্প্রদায়ের লোক এরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বাবলী সম্পর্কে পূর্ণতা লাভ করবে যে তারা তাদের সত্যতার আলোকে এবং দলিল-প্রমাণের নিদর্শনসমূহ দ্বারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং প্রত্যেক জাতি এই জ্ঞানের প্রস্রবণ হতে পানি পান করবে।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

আহমদীয়া জামাত ধর্মীয় প্রচার তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমধিক উন্নতি এবং উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আল্লাহর ফজলে এই কার্যক্রম পরিণামে সাফল্যমণ্ডিত হবেই—কারণ ইহার মূলভিত্তি অধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক আদর্শ। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সেই উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন না ঘটায় দুনিবার সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যুদ্ধ ও মহা-যুদ্ধ বাঁধিয়েছে এবং বিশ্ব-শান্তিকে পর্যুদস্ত করেছে। (ক্রমশঃ)

— মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)

তা'লীমুল কুরআনের তৃতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব

(বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া তালীমুল কুরআন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত)

আগামী তিন মাস ব্যাপী অর্থাৎ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ১৯৮৪,-এর জন্য তালীমুল কুরআনের তৃতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ নাযেরা পড়ানোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে এবং যাহারা নাজেরা পড়িতে পারেন তাহাদিগকে তরজুমা শিখানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুরা ফাতেহার বাংলা তফসীর শিখানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ গত বৎসর "তালীমুল কুরআন প্রথম সবক" নামক একটি পুস্তিকা আমপারার শেষ ১০টি সুরার তরজুমা সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকা যাদের প্রয়োজন তাহারা অনুগ্রহ করে সরাসরি বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ হইতে ক্রয় করিতে পারিবেন। মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

যে সকল জামাতে মোয়াল্লেম বা মুরুব্বী নাই সেই সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সহায়তা ও তদারকে জামাতের সকল সদস্যকে আনসারুল্লাহ কুরআন শরীফের তালীম দেওয়ার দায়ীত্ব পালন করিবেন। স্মরণ থাকে যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সকল সদস্যদিগকে যথাযথ কুরআন শরীফ শিক্ষা দানের দায়িত্ব মজলিসে আনসারুল্লাহর উপরে অর্পন করিয়াছেন।

২। **মজলিসে মুযাকেরা ঃ** প্রত্যেক সপ্তাহে যেকোন একদিন তালীমুল কুরআন ক্লাশের উদ্যোগে মজলিসে মুযাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার সভাপতিত্ব সিললিলার মুরুব্বী। মুয়াল্লেম/জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবান অথবা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি করিবেন।

বিষয় বস্তু ঃ

১। "লা'ইকরাহা ফিদ্দীন" এবং ২। সিফাতে বারিতালা, সুরা এখলাসে বর্ণিত সিফাত সমূহ (জানুয়ারী মাস-৮৪)

২। কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ২। মোকামে হাদীস (ফেব্রুয়ারী-৮৪)

৩। সদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ) (মার্চ ৮৪)।

(**নোট ঃ-** কোন বক্তা ৫ মিনিটের অধিক সময় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না যাতে বেশী সংখ্যায় বক্তা অংশ নিতে পারেন)

৩। প্রত্যেক মাসের কার্য বিবরণী রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাঠাইবেন। ওয়াস্সালাম।

খাকসার—

মাজহারুল হক

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

সংবাদ

রাবওয়া ও কাদিয়ানে সালানা জলসা

১৯৮৩ সনের কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক মহতী জলসায় আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতি হইতে হাজার হাজার মোখলেসীন যোগদান করিয়া থাকেন। বাংলাদেশ হইতেও ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, চট্টগ্রামের আমীর জনাব জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের সপরিবার, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর মুরুব্বী মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহর নাজেমে আলা জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব উক্ত জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রাবওয়া পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৮৩ সনের কাদিয়ানের সালানা জলসা ডিসাম্বরের ১৬, ১৭, ও ১৮ তারিখে পরম সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ হইতে জনাব শফিক আহমদ সাহেব ও কামরুল আখতার খান সাহেবসহ ১০ জনের একটি কাফেলা উক্ত জলসায় যোগদান করিয়াছেন। উভয় জলসায় যোগদানকারী বন্ধুদের জন্য এবং রাবওয়ার জলসার কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণ বিশেষ ভাবে দোওয়া জারী রখিবেন।

দেশের বিভিন্ন জামাতে ও মজলিসে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পবিত্র সিরাতুন্নবী দিবস উদযাপিত

ঢাকা ঃ

আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ১৮ই ডিসেম্বর/৮৩ যথাযোগ্য মর্যদার সহিত পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উদযাপিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম নায়েব আমীর জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সদর মোয়াল্লেম মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব। উহার পর বাংলা নজম পাঠ করেন জনাব মেহেরুল ইসলাম সাহেব। ইহার পর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর মক্কী জীবনী, মদিনী জীবনী ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উপর বিশদ জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা দান করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খন্দকার সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব ও বাংলাদেশ মজলিসে খোদামুল আহমদীয়ার ন্যাশন্যাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, "ওহ পেশওয়া হামারা' নজম পাঠ করে শুনান সেক্রেটারী ইসলাহ-ও ইরশাদ জনাব মাজহারুল হক সাহেব। ইহার পর ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়" এর উপর হৃদয় স্পর্শী বক্তৃতা দান করেন।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে মোহতারম আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব "উস্‌ওয়ায়ে হাসনা" এর উপর গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা করেন। দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

তেজগাঁও ঃ এই দিন বিকাল চার ঘটিকার সময় তেজগাঁও আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে তেজগাঁও আহমদীয়া মসজিদে পবিত্র সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ হযরত খাতমান্নবীঈন (সাঃ)-এর জীবনীর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে শ্রোতাদেরকে রসুলুল্লাহর আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে শ্রোতাদেরকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় এবং সন্ধ্যায় আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা ছিল।

ঘাটুরা ঃ ঘাটুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন সকাল ১০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ জলসা অনুষ্ঠিত হয় ঘাটুরা আহমদীয়া মসজিদে। অত্যন্ত সু-শৃঙ্খলা ও ঝাকঝমক মনোরম পরিবেশের মধ্যে দিবসটি পালিত হয়। জলসায় মহিলাদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

ঘাটুরা মজলিসের কায়েদ শেখ মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ সাহেব

বগুড়া ঃ বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও বগুড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে এই দিন পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস পালিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বিভাগীয় কায়েদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

অনুরূপভাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও পবিত্র সিরাতুন্নবী দিবস পালিত হওয়ার খবর আসছে।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল মোতামেদ

নাখাল পাড়া ঃ গত ২২শে ডিসেম্বর বাদ মাগরেব নাখালপাড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা নাখাল পাড়ার জনাব চাঁন মিয়া সাহেবের বাড়ীর প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদর মুরুব্বী মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে হযরত খাতামান্নবীঈন (সাঃ)-এর জীবনীর উপর বক্তব্য রাখেন মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব জনাব মোস্তফা আলী সাহেব ও জনাব আব্দুল জলিল সাহেব। আলোচনা শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের মিষ্টি বিতরন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ সভায় মহিলাদের জন্যও সুব্যবস্থা ছিল।

নারায়ণগঞ্জ ঃ পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবসই নারায়ণগঞ্জ জামাতে আহমদীয়া ও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে জলসা অনুষ্ঠিয হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং চাকা থেকে জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বক্তব্য রাখেন। সভায় মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। পরে শ্রোতাদের মিষ্টি ভিতরণ করা হয়।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

খেদমতে খালক ঃ ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সে মজলিসের ৭ জন খোদ্দাম এলাকার একজন গরীব দুস্ত গয়ের আহমদী ভ্রাতার ঘর মেরামত করে দেন। এই প্রচণ্ড শীতের দিনে সে গরীব লোকটি তার পরিবার নিয়ে খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। সৃষ্টির সেরা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, এতে আল্লাহতায়ালা খুশী হন।

ঘাটুরা মজলিসের কায়েদ সাহেব জানিয়েছেন খেদমতে খালকের অনুরূপ পরিকল্পনা উক্ত মজলিশের হাতে রয়েছে। পরবর্তীতে তারা সেগুলি বাস্তবায়ন করবে। ইনশাল্লাহ।

খুলনা মজলিস নিয়মিতভাবে বিনামুল্যে গত মাসে দুই হাজারের উর্ধ্বে রোগীকে চিকিৎসা করেছে। অনুরূপভাবে মীরপুর মজলিস, দারুত তবলীগ মিনামুল্যে হোমিও ঔষধ দিয়ে দুস্থদের সেবা করছেন এছাড়াও মুমূর্ষ রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করে আসছে।

বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে গত ২৩শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার থেকে ১৪ দিন ব্যাপী ঢাকা বিভাগীয় তরবীয়তী ক্লাশ দারুত তবলীগ মসজিদে শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। শুক্রবার বাদ জুমা মসজিদের নীচ তলায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-১ মোহতারম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব ক্লাশের উদ্বোধন করেন। তরবিয়তী ক্লাশের গুরুত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-২ মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ মোহ্‌তারম হাবিবুল্লাহ সাহেব, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

ভোর রাত ৪-৩০ মিনিটে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ক্লাশের কর্মসূচী শুরু হয়। ক্লাশে কুরআন, হাদীস, দ্বীনি মাসলা মাসায়েল, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, সাধারণ জ্ঞান দুনিয়াবী শিক্ষা লাভের কৌশল ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

স্কুল সমূহে পরীক্ষান্তোর এ ক্লাশের আয়োজন করা হয়েছে এজন্য যে, স্কুলের ছাত্ররা বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পর অবসর বসে আছে তাই-এ সময়কে কাজে লাগানোর জন্য ঢাকা বিভাগীয় মজলিস এ ব্যবস্থা নিয়েছে---আগামী ৬ই জানুয়ারী-৮৪ পর্যন্ত এ ক্লাশ চলবে।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল ন্যাশনাল, মোতামেদ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর
জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর স্থানীয় মজলিসের সকল জয়ীমেআলা সাহেবানদের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, মজলিসের ১৯৮৩ আর্থিক বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইয়া যাইতেছে। চাঁদা আশানুরূপ আদায় না হওয়ায় উক্ত আর্থিক বৎসর এর শেষ দিন আগামী ১০ই জানুয়ারী ৮৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল। এই বর্ধিত ১০ দিনে যাহাতে বেশী বেশী চাঁদা উসুলী করা যায় তাহার জন্য স্থানীয় মজলিসকে দৌড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, চাঁদা আদায়ের সাথে সাথে হিসাব অনুযায়ী কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া দিবেন। এই চাঁদাও ১৯৮৩ সনের চাঁদা হিসাবে। গণ্য করা হইবে।

* ১৯৮৪ নতুন বৎসরের বাজেট প্রণয়ন করিয়া আগামী ৩১শে জানুয়ায়ী ৮৪ এর মধ্যে কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন।

খাকসার

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
মোতামাদ মাল
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar